Date: 21.03.2017

A shocking News-item was published by Ananda Bazar Patrika in its edition dated 16.05.2017 reporting that in the Siliguri bound Padatik Express, herbal massage was being taken by some of the passengers with the help of masseurs. In the process the passengers had stripped themselves or partly stripped themselves in the presence of a female passenger which was by itself an offensive scene. Fuel to the fire was added by the offensive smell of the herbal oil coupled with irritating noise emanating from the activities of massage. Objection/disgust expressed by the on-lookers was hoodwinked. The aforesaid activity, it is reported, is a regular affair before the train leaves Sealdah Station, the originating point, and before the train reaches destination i.e. New Jalpaiguri Station. The aforesaid activity is a patent violation of **Section 145 of the Railways Act 1989** which provides inter alia as follows :-

"**Drunkenness or nuisance.** "If any person in any railway carriage or upon any part of a railway commits any nuisance or act of indecency or uses abusive or obscene language so as to affect the comfortable travel of any passenger he may be removed from the railway by any railway servant and shall, in addition to the forfeiture of his pass or ticket, be punishable with imprisonment which may extend to six months and with fine which may extend to five hundred rupees."

It is further reported that the masseurs do not hold any licence for the purpose of offering and rendering such services in the compartments of railway and the aforesaid activity has been continuing with impunity with the active support of the officers of railway. It may be pointed out that **Section 144 of the Railways Act** provides inter alia as follows :-

Prohibition on hawking, etc., and begging.(1) "If any person canvasses for any custom or hawks or exposes for sale any article whatsoever in any railway carriage or upon any part of a railway, except under and in accordance with the terms and conditions of a licence granted by the railway administration in this behalf, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both."

..P/2

Another report was published in the same newspaper on the same day stating that on **14th March, 2017** in the toilet of AC 3-tier compartment as also in the Coach No. B-1 of Upasana Express, when the passengers complained against dirty bed sheets and pillows, it was discovered that the bed sheets, pillows and blankets intended to be supplied to the passengers had been stored in the toilet. A photography of the toilet has also been published by the Newspaper.

The aforesaid act is in clear violation of **Section 145(C) of the Railways Act 1989**. Reference in this regard may also be made to the nineteenth Report of the year 2012-13 submitted by the Standing Committee on Railways containing the claim of the Ministry that "in order to improve the quality of washing of linen supplied to the passengers in AC coaches of trains, a state-of-the-art, fully mechanized departmental laundry was set up."

The Commission wanted to take suo motu cognizance in both the cases. However, considering that the operation of **Section 17 of the Protection of Human Rights Act, 1993** has been restricted by Section 29 thereof and further considering that the cognizance in the aforesaid matter can only be taken by the NHRC, the Commission has resolved to refer the matter to the NHRC for appropriate action in accordance with law.

Encl: a) Copies of news item published by the Ananda Bazar Patrika
b) Copy of relevant portion of the nineteenth report of the Standing Committee on Railways.

(Justice Girish Chandra Gupta))
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member(A)

(M. S. Dwivedy)
Member (J)

জামা খুলে ম্যাসাজ চলছে এক্সপ্রেসে

কিশোর সাহা

শিলিগুড়ি: বিকট গন্ধ। সঙ্গে বিদঘুটে শব্দ। শিয়ালদহ থেকে এনজেপি যাবেন বলে পদাতিক এক্সপ্রেসে উঠেই আঁতকে উঠেছিলেন হাওড়ার দেবী ঘোষ। এনজেপিতে নামার আগেও একই দৃশ্য নিয়মিত দেখা যায়। পদাতিক এক্সপ্রেসের বাতানুকূল থ্রি টিয়ার কামরায় জামা খুলে বার্থে উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছেন কেউ কেউ। তাঁদের গায়ে তেল ছড়িয়ে চলছে মালিশ। নিয়মিত যাঁরা যাতায়াত করেন, তাঁরা তাই ট্রেনটির নাম দিয়েছেন 'ম্যাসাজ পার্লার অন হুইলস'।

শিয়ালদহে মালিশ চলে ট্রেন ছাড়ার আগের দশ পনেরো মিনিট। কামরায় উঠে পড়েন 'মালিশওয়ালারা'। সহযাত্রীদের সম্মতির তোয়াক্কা না করে কেউ কেউ জামা খুলে ফেলেন। কেউ প্যান্ট গুটিয়ে নেন। 'আয়ুর্বেদিক তেল' দিয়ে শুরু হয় মালিশ। তারপরেই কামরা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে কটু গন্ধ। তার সঙ্গে ধপাস, চপাস শব্দ। কেউ ব্যথা পেয়ে চেঁচান, কেউ আনন্দে। দেবী বলেন, "মুখ ঘুরিয়ে বসেছিলাম। কিন্তু মাথা ধরে যাচ্ছিল ওই শব্দ আর গন্ধে। কিছু বলতে সাহস পাইনি।" মিনিট পাঁচেকের মধ্যে রেলের সাফাইকর্মীরা উঠে সুগন্ধি স্প্রে করে দিয়ে যান।

একই দৃশ্য যাত্রাপথের শেষের দিকেও। কিসানগঞ্জ এলেই আবার কামরায় ম্যাসাজের হাঁকাহাঁকি। শুধু পদাতিক নয়, কামরূপ এক্সপ্রেসেও বহু দিন ধরেই এই কাণ্ড চলছে। মধ্য চল্লিশের উমিদ রায় দাবি করলেন, কয়েক বছর ধরে ট্রেনে ম্যাসাজই তাঁর পেশা। খোলাখুলিই কারবার চালান। সুগন্ধিও ছড়ানো হয় না। উমিদের হকারের লাইসেন্সও নেই। উমিদ বলেন, "চুরি তো করছি না। ফুল বডি আড়াইশো, হেড অ্যান্ড শোল্ডার দেড়শো, ওনলি হেড ৫০ টাকা।" পুলিশ, টিটিই, রেলকর্মীদের কী ভাবে ম্যানেজ করেন? উমিদের দাবি, প্রয়োজনে কিছু 'ফ্রি ম্যাসাজ' দিতে হয় তাঁকে। কিন্তু স্রেফ এই দু'টো ট্রেনে কেন। উমিদের জবাব, "কামরূপ, পদাতিকেই লোকে বেশি ম্যাসাজ করায়।" দার্জিলিং মেলের মতো কিছু ট্রেন তাঁরা এড়িয়ে চলেন।

যাত্রীদের বক্তব্য, রেলকর্তারা জানেন না, তা হতে পারে না। রেলের কাটিহার ডিভিশনের সিনিয়র এরিয়া ম্যানেজার পার্থসারথি শীল বলেন, "ট্রেনের কামরায় ম্যাসাজ করাটা অসভ্যতা। ঘটনা শুনেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। এ সব বন্ধ হয়ে যাবে।"

কিন্তু এত দিন ধরে চলছেই বা কী করে? বুধবারের কথাই ধরা যাক। এনজেপিগামী পদাতিক কিসানগঞ্জ ছাড়ার পরেই 'মালিশ-মালিশ' আওয়াজে সরগরম হয়ে যায় বাতানুকূল টু-টিয়ার কোচ। একটু পরেই শুরু হয়ে যায় গন্ধ আর শব্দের উপদ্রব। ঘটনাচক্রে, সেই ট্রেনেই ছিলেন সপরিবার পর্যটন ব্যবসায়ীদের সংগঠনের নেতা সম্রাট সান্যাল। তিনি বলেন, "ট্রেনের মধ্যে এতটা অভব্য ব্যাপার দিনের পর দিন কী ভাবে চলতে পারে? আগে তো এমন ছিল না। সব মহলে জানাব।"

সূত্রের খবর, কোনও অভিযোগ নেই বলে কেউই ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। কিন্তু, রেল সুরক্ষা আইনের ১৪৫ ধারা অনুযায়ী ট্রেনের কামরায় এমন কোনও আচরণ কিংবা কাজ করা যাবে না, যাতে সহযাত্রীদের অসুবিধে হয়। তেমন দেখলে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে রেল সুরক্ষা বাহিনী, জিআরপি ব্যবস্থা নিতে পারে। এমনকী, গ্রেফতারও করতে পারে। রেলের সিনিয়র এরিয়া ম্যানেজারের আশ্বাস, শীঘ্রই কড়া পদক্ষেপ হবে।

তত ক্ষণ ওই কড়া গন্ধ আর দৃশ্যের মধ্যে কামরায় পা ফেলতেও ভয় পাচ্ছেন অনেকে।

ছবি: মণীশ মৈত্র

19

STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS
(2012-13)
FIFTEENTH LOK SABHA

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

PASSENGER AMENITIES AND PASSENGER SAFETY IN INDIAN RAILWAYS

NINETEENTH REPORT

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

April, 2013/ Vaisakha, 1935 (Saka)

SCR NO.: 170

NINETEENTH REPORT

STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS
(2012-13)

(FIFTEENTH LOK SABHA)

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

PASSENGER AMENITIES AND PASSENGER SAFETY IN INDIAN RAILWAYS

Presented to Lok Sabha on 22.04.2013

Laid in Rajya Sabha on 22.04.2013

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

April, 2013/ Vaisakha, 1935 (Saka)

CHAPTER - VI

LINEN MANAGEMENT

6.1 Supply of linen forms an important amenity in air-conditioned coaches/trains, as well as long distance trains. When asked about the procedure with regard to procurement of linen, the Ministry have stated that the management of linen provided in a particular train is done by the primary (owning) depot of the respective train. The main items that are provided are bedsheets, pillow covers, blankets and face towels. The bedsheets, pillow covers and face towels are washed after every use and blankets are washed on a monthly basis..

6.2 With regard to washing of linen, it was informed that washing of linen is being done through outsourcing by Railways. The Committee pointed out that majority of the complaints by passengers involves unclean and unhygienic linen supplied on board trains. It was also pointed out that the rates for washing of linen had not been revised for a long time and the remuneration for the same was not adequate, adversely affecting the washing of linen. The Chairman, Railway Board, acknowledged that there was certainly a concern with linen management. He further elaborated that with the kind of service providers available, they were not being able to get a proper output from them. In light of these problems, Railways have taken the initiative of creating their own laundries and have set up a mechanized laundry in Mumbai. The Ministry have further elaborated that in order to improve the quality of washing of linen supplied to the passengers in AC coaches of trains, a state-of-the-art, fully mechanized departmental laundry was set up in Wadibunder Coaching Depot under the Central Railways as a pilot project. This initiative has led to a marked improvement in the standards of cleanliness/hygiene in the linen being supplied to passengers in trains and passenger complaints have reduced whenever linen washed in mechanized laundries is supplied in trains. With a view to proliferate this concept, the Chairman added that:

> "...we have made a plan to start similar type of laundries all over the railway network because we have realised that we have problem with linen and it cannot be outsourced as the service providers do not have the equipment, machinery and the facility to do this kind of mass washing activity. In fact, many of our

officers visited hotels and hospitals where washing of linen is being done in bulk. They have done a complete study of how to take care of this problem. We have arrived at the conclusion that the only way to address this problem is to harness the latest technology for putting up mechanised laundries on our own. I would like to inform that one of our tenders in Mumbai is almost ready for a major mechanised laundry."

6.3 Zonal Railways have identified 56 major coaching depot locations for setting up of such mechanized laundries. 20 of the identified laundries have already been commissioned; 8-10 more are expected to be commissioned during 2013-14.